যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩১৩

১/ বিবিধ

আরবী

الرفث: الإعرابة والتعريض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه

ضعيف

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/102/2) : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح: نا سوار بن محمد بن قريش العنبري البصري: نا يزيد بن زريع: نا روح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: فذكره

وبهذا الإسناد أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (ص 174) في ترجمة سوار هذا ونسبه العنبري وقال:" ولا يتابع على رفع حديثه، بصري كان بمصر

ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية قال: حدثنا روح بن القاسم به موقوفا وقال: هذا أولى

وقال الذهبي في ترجمة سوار هذا: " محله الصدق، رفع حديثا فأخطأ

يعني هذا الحديث، فقد ساقه الحافظ العسقلاني بعد كلمة الذهبي هذه، من طريق العقيلي، ونقل عنه ما حكيناه عنه آنفا

وأورده الضياء في " المختارة " (62/282/1) من طريق الطبراني به. ثم رواه من طريق سهل بن عثمان: حدثنا يزيد بن زريع به موقوفا. وهذا يؤكد خطأ سوار في

رفعه لهذا الحديث

ثم رواه من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس به موقوفا، وقال: " أرى أن الموقوف أولى من المرفوع، وروى البخاري نحوهذا تعليقا

বাংলা

১৩১৩। রাফাস অর্থ অশ্লীলতা এবং সঙ্গমের উদ্দেশ্যে নারীদেরকে ইঙ্গিত করা। ফুসুক হচ্ছে সকল প্রকার গুনাহের কাজ। জিদাল হচ্ছে ব্যক্তি কর্তৃক তার সাথীর সাথে ঝগড়া করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্বারানী "আল-মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১০২/২) ইয়াহইয়া ইবনু উসমান ইবনে সালেহ হতে, তিনি সিওয়ার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে কুরাইশ আম্বারী বাসরী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু যুরায়’ই হতে, তিনি রাওহ ইবনুল কাসেম হতে, তিনি ইবনু তাউস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) এ বাণী সম্পর্কে বলেনঃ

এ সনদেই ওকায়লী "আযযুয়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৪) সিওয়ারের জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবায়াত করা যাবে না, তিনি বাসরী কিন্তু ছিলেন মিসরে।

অতঃপর তিনি হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু ওলাইয়্যাহ সূত্রে রাওহ্ ইবনুল কাসেম হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ এটিই উত্তম।

হাফিয যাহাবী সিওয়ারের জীবনীতে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি হাদীসকে মারফু’ বানিয়ে ফেলে ভুল করেছেন। তিনি এর দ্বারা তার এ হাদীসকেই বুঝিয়েছেন।

আয-যিয়া "আল-মুখতারাহ" গ্রন্থে (৬২/২৮২/১) ত্বারানী সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি সাহল ইবনু উসমান সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু যুরায়ই হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা সিওয়ার কর্তৃক মারফু হিসেবে বর্ণনা করা যে ভুল তাকেই শক্তিশালী করছে।

তিনি সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ সূত্রে ইবনু তাউস হতেও হাদীসটি মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ আমার সিদ্ধান্ত এই যে, মারফুর চেয়ে মওকুফ হওয়াটাই বেশী উত্তম। আর ইমাম বুখারীও অনুরূপভাবে মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72192

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন